বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৪-২০১৫

প্রথম খণ্ড

[অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর অধীনস্থ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা
নিট (LTU) ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
০২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
০৩.	প্রথম অধ্যায়	১
০৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
০৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
০৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
০৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
০৮.	অডিটের সুপারিশ	৫
০৯.	**Abbreviation**	৬
১০.	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ সমূহ	৭-৩৩
১১	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৩

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারে এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডি রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পে করা হলো।

স্বাক্ষরিত

মাসুদ আহমেদ

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

তারিখ ঃ ১১/০৬/১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২৬/০৯/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর অধীনস্থ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) াকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের কর নির্ধারণী প্রক্রিয়ার উপর নিরীক্ষা স্থানীয় ও রাজ মডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ২৫টি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ উ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার আর্থিক সংশ্লেষ ১০২৫,৩১,২৭,০৭৪/- টাকা। উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের হিসা দ্ববচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতিতে নিরীক্ষা করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটির যে সকল আর্থি ময়ম এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বর্ণিত সমগ্র লেনদেনের অংশ বিশেষ মাত্র। সুতরাং প্রতিবেদনের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক শৃংখলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটিতে ক্ষে বিশেষে সরকারি বিধি বিধান পরিপালন না করা এবং পূর্ববর্তী অডিট আপত্তিসমূহের উপর গুরুত্বারোপ ন করার কারণে অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অডিটের পর্যবেক্ষণের সামগ্রিক বিষয়ের উপর কর্তৃপক্ষ কর্তৃ যথাযথ পদক্ষেপ গৃহীত হলে সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা নিশ্চিত হবে।

স্বাক্ষরিত

তারিখ ঃ ....০৪/০৬/১৪২৪..বঙ্গাব্দ
....১৯/০৯/২০১৭..খ্রিস্টাব্দ

মোঃ গোলাম মোস্তফা
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

নুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ
১.	রবি আজিয়াটা লিঃ কর্তৃক প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা কম রাজস্ব প্রাপ্তি দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানো এবং অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।	৪৮০,৯৩,১৭,৮৪৯/-
২.	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড কর্তৃক প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা রাজস্ব প্রাপ্তি কম দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানোর ফলে আয়কর কম ধার্য।	২৬২,৯৬,০৯,৯৩৫/-
৩.	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয়কর নির্ধারণ করায় আয়কর কম ধার্য ।	১০৭,৩৯,১৪,৮৯৫/-
৪.	ঢাকা ব্যাংক লিঃ এর কর নির্ধারণী আদেশে আয়ের যোগফল সঠিক ভাবে না করায় ব্যবসা ও অন্যান্য সূত্র হতে প্রদর্শিত মোট আয় কম দেখানোর ফলে আয়কর ও সরল সুদ কম ধার্য।	৫,৩১,৬০,০৭০/-
৫.	ঢাকা ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত মুনাফা কর (প্রফিট ট্যাক্স) কম ধার্য।	১০,২৯,৩৩,৪৯৯/-
৬.	ট্রান্সকম বেভারেজ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।	২৪,৫৯,৮৫,৫১৬/-
৭.	নেস্‌লে বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা কম রাজস্ব প্রাপ্তি দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানোর এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয়কর নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য।	২৬,৩৮,৪৫,৮৫২/-
৮.	আর,এ,কে সিরামিক (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃক অননুমোদন যোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।	১৬,৩৮,৮৬,১৬৩/-
৯.	সানোফি-এভেন্টিস্ বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রদর্শন এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপন করায় আয়কর কম ধার্য।	১৫,৩০,৫৫,৪৮৬/-
১০.	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ কর্তৃক ভ্যাটের বিপরীতে বিক্রয় কম প্রদর্শন ও হ্রাসকৃত হারে কর প্রদানের সুযোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও রপ্তানী রেয়াত প্রদান এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য।	১৫,৩০,০৮,৬৮৭/-
১১.	লংকাবাংলা সিকিউরিটিস লিঃ কর্তৃক ব্রোকারেজ কমিশন হতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।	১২,৩৬,৬৫,১৪৬/-
১২.	ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা বিক্রয় কম দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানো এবং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত খরচ	১০,৬৪,৯৫,২৫৮/-

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিম
১৩.	মদিনা সিমেন্ট লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।	১০,৯৬,০৮,৫৭৩
১৪.	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য।	৯,২২,২১,০৫৪
১৫.	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ।	৭,৯০,৪৮,৬০৩
১৬.	পি এইচ পি নফ কান্টিনিউয়াস গ্যালভানাইজিং মিলস্ লিঃ এর প্রদত্ত ঋণের সুদ খাতের খরচের আনুপাতিক হারে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য।	৩,০৩,১১,১৭৫
১৭.	আমেরিকা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী, বাংলাদেশ এর অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য।	২,১১,৬৯,৪৫৭
১৮.	নোভার্টিজ বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রদর্শন এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।	১,৫৮,৮৫,৯২৮
১৯.	মুন্নু সিরামিক ইন্ডাঃ লিঃ কর্তৃক রপ্তানীর পণ্যের বিপরীতে গৃহীত ডিউটি ড্র-ব্যাক প্রাপ্তি প্রদর্শন এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর কম ধার্য।	৬৪,৯১,৭৪৭
২০.	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এর অগ্রিম কর কম প্রদান করায় সরল সুদ কম ধার্য।	৫৬,৩৫,৯৯৫
২১.	প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ এর অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য।	৩৩,৩৭,৮৬৪
২২.	কর নির্ধারণকালে র‍্যাংগস লিঃ এর অগ্রাহ্যকৃত টাকা আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ।	৩২,৯৬,৫৪৩
২৩.	স্কয়ার টেক্সটাইলস লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য।	২৯,২৩,৬৫৬
২৪.	পি এইচ পি কোল্ড রোলিং মিলস লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য্য।	২৯,৬১,৫৮৭
২৫.	সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ এর অগ্রিম কর কম প্রদান করায় সরল সুদ কম ধার্য।	১৩,৫৬,৫৩৬
	সর্বমোট=	১০২৫,৩১,২৭,০৭৪

আডট বিষয়ক তথ্য

রীক্ষা অর্থ বৎসর		২০১৩-২০১৪
রীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয়।
রীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	নিয়মানুগ নিরীক্ষা (IncomeTax Assessment Audit)
রীক্ষা পদ্ধতি		▪ বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) ▪ দৈবচয়ন নমুনায়নের মাধ্যমে তথ্যাদি/ দলিলাদি যাচাই। ▪ বাস্তব জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ। ▪ সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মতামত গ্রহণ।
রীক্ষার সময়	ঃ	২৯/০৩/২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৯/০৭/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত।
র্বিক তত্ত্বাবধানে	ঃ	মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

নেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (Internal Audit) কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা।
- পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা।
- সরকারি বিধি বিধানগুলো সর্বক্ষেত্রে যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

নিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- ❖ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশের ১৯৮৪ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- ❖ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত নীট রাজস্ব হতে প্রদেয় ভ্যাট বাদ দিয়ে রাজস্ব কম প্রদর্শন।
- ❖ অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত খরচ দাবী করা।
- ❖ সরলসুদ সঠিক ভাবে আরোপ না করা।
- ❖ প্রযোজ্য হার অপেক্ষা কম হারে করারোপ।
- ❖ রেয়াতী হারে কর প্রদানকারী কোম্পানীকে অন্যান্য উৎসের আয়ের উপর কম হারে করারোপ।
- ❖ প্রকৃত প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি প্রদর্শন।

ডিটের সুপারিশ ঃ

- ➢ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়ে নিশ্চিত করা।
- ➢ নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন না করা।
- ➢ নীট বিক্রয় হতে প্রদেয় ভ্যাট বাদ দিয়ে আয়কর নির্ধারণ না করা।
- ➢ প্রযোজ্য হার অপেক্ষা কম হারে করারোপ না করা।

Abbreviation

1 CP = Civil Petition
2 CSR = Corporate Social Responsibility
3 DCT= Deputy Commissioner of Taxes
4 GP = Gross Profit
5 IT = Income Tax
6 LTU= Large Taxpayers Unit
7 PL A/C = Profit and Loss Account
8 VAT =Value Added Tax

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

ছদ নং- ১।

নাম ঃ	**রবি আজিয়াটা লিঃ কর্তৃক প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা কম বিক্রয় দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানো এবং অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান ৪৮০,৯৩,১৭,৮৪৯/-টাকা ।**
ণঃ	কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে রবি আজিয়াটা লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রাজস্বপ্রাপ্তি কম দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানো এবং অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৪৮০,৯৩,১৭,৮৪৯/- (চারশত আশি কোটি তিরানব্বই লক্ষ সতের হাজার আটশত উনপঞ্চাশ) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "১" তে প্রদত্ত।]
মের কারণ	▪ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদর্শিত নীট বিক্রয়, ভ্যাট রিটার্নে (মূসক-১৯) প্রদর্শিত বিক্রয়ের তুলনায় বিক্রয় কম প্রদর্শন করা হয় ১৩৫,৪৮,৪৫,১৮২/- টাকা। এক্ষেত্রে বার্ষিক প্রতিবেদনে কম প্রদর্শিত বিক্রয়ের উপর জি,পি (গ্রস প্রফিট) রেশিও ৫১.২৭% হিসাবে ৬৯,৪৬,২৯,১২৫/- টাকা নীট লাভ কম দেখানো হয়েছে। যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসাবে গণ্য করে মোট আয়ের সাথে যোগকরণ যোগ্য। ▪ ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স হেডে সাবসিডি অন একুইজিশন (ভ্যাট এন্ড এসডি অন সিম) বাবদ ৫৫৩,৮৪,৭৩,০৬২/- টাকা ব্যয় দাবী করা হয়েছে । সিম কার্ডের বিপরীতে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাবদ উক্ত ব্যয় দাবী করা হয়েছে, যা ব্যবসায়িক খরচ নয়। ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক ভোক্তাদের দায় বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী উক্ত বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। ▪ সাইট এন্ড স্পেস রেন্টাল বাবদ ১২৮,৩২,৪৮,৯১৪/- টাকা খরচ দাবী করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪এর ৫৩এ ধারা অনুযায়ী যে কোন অংকের বাড়ী ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে জুলাই'২০১২ হতে ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কম কর্তন করায় দাবীকৃত খরচের অনুপাতিক হারে ২২,২৪,৯৯,৯৬০/- টাকা এবং অফিস রেন্টাল বাবদ ২৭,৯১,৭০,৬৯২/- টাকা খরচ দাবী হয়েছে। উক্ত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৩এ/ রুল-১৭বি এবং ৫৩এ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য, কিন্তু কর্তন করা হয়নি। যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য নয়। ▪ ডিলার কমিশন বাবদ ৩০৮,৩৩,৪৬,৪৮৪/- টাকা খরচ দাবী করা হয়েছে। উক্ত কমিশনের উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৩ই ধারা অনুযায়ী ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য ছিল ৩০,৮৩,৩৪,৬৪৮/- টাকা, কিন্তু কর্তন করা হয়েছে ২৭,১৯,৭৩,৫৩৪/- টাকা। অবশিষ্ট ৩,৬৩,৬১,১১৪/- টাকা উৎসে আয়কর কম কর্তন করায় দাবীকৃত খরচের আনুপাতিক হারে ৩৬,৩৬,১১,১৪০/- টাকা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য নয়। ▪ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩ই ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় এবং ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৪৮০,৯৩,১৭,৮৪৯/-টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।
ক্ষিত প্রতিষ্ঠানের বঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ-০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, ৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণের সময় অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।
ক্ষা মন্তব্য ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
ক্ষার সুপারিশঃ	অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা

অনুচ্ছেদ নং- ২।

শিরোনাম ঃ	**গ্রামীণ ফোন লিমিটেড কর্তৃক প্রকৃত রাজস্বপ্রাপ্তি অপেক্ষা কমপ্রাপ্তি দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখা ফলে আয়কর কম ধার্য ২৬২,৯৬,০৯,৯৩৫/-টাকা ।**
বিবরণ ঃ	কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের নিরীক্ষাকালে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর ২০১৩-১৪ সনের করের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আ বাবদ ২৬২,৯৬,০৯,৯৩৫/- (দুইশত বাষট্টি কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ নয় হাজার নয়শত পঁয়ত্রিশ) কম ধার্য করা হয়েছে। করদাতা কোম্পানী ভ্যাট রিটার্নে (মূসক-১৯) প্রদর্শিত বিক্রয়ের তুলনায় আয়কর রিটার্নের দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে রাজস্বপ্রাপ্তি কম প্রদর্শন করে। শুধুমাত্র সিম কার্ড ট্যারিফ ভ্যালু বে (মূসক অব্যাহতি বিক্রয় ও অন্যান্য ব্যতীত) বিক্রয় বাবদ ২৫৩৫,৮৬,৮৮,৭০৯/- টাকার বিপ বার্ষিক প্রতিবেদনে কোন রাজস্বপ্রাপ্তি প্রদর্শন করা হয়নি । বিবেচ্য করবর্ষে সিম কার্ডের বিপরীতে রিটার্নে পরিশোধিত সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ ৬৫৭,৪৬,৪১,১৩০/- টাকা। প্রদানকৃত সম্পূরক শ ভিত্তিতে সিম কার্ড বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় (৬৫৭,৪৬,৪১,১৩০ ÷৩৮৩.৫৯)= ১,৭১,৩৯,৭৬১ টি। সিমকার্ড এর ভিত্তিতে ট্যারিফ ভ্যালু ১০৯৫.৯৭ টাকা হিসেবে প্রকৃত বিক্রয় মূল্য (১,৭১,৩৯,৭৬১টি ×১০৯৫.৯৭) =১৮৭৮,৪৬,৬৩,৮৬৩/-টাকা। সেক্ষেত্রে ২৫৩৫,৮৬,৮৮,৭ টাকা প্রদর্শনের ফলে (২৫৩৫,৮৬,৮৮,৭০৯ -১৮৭৮,৪৬,৬৩,৮৬৩) = ৬৫৭,৪০,২৪,৮৩৭/- ট্যারিফ ভেল্যু বেসিস অতিরিক্ত বিক্রয় দাবী করা হয়েছে। সিম কার্ড ট্যারিফ ভ্যালু বেসিস বি মূল্যের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত নয়, বিধায় অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে যোগ না করে মোট আয় কম নি করায় আয়কর বাবদ ২৬২,৯৬,০৯,৯৩৫/-টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খ পরিশিষ্ট- "২" তে প্রদত্ত।]
অনিয়মের কারণ	সিম কার্ড ট্যারিফ ভ্যালু বেসিস বিক্রয় মূল্যের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত নয়, বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ ১ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ ক আয়কর বাবদ ২৬২,৯৬,০৯,৯৩৫/-টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তা ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক আপত্তির বিরুদ্ধে করদাতা কোম্পানী মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট আ করেছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ ত পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। রিট আবেদনের কারণে জারী স্থগিতাদেশ এর বিরুদ্ধে কর বিভাগের পক্ষ হতে আপীল বিভাগে সিপি (সিভিল পিটিশন) দায়ের প্রয়োজন ছিল, এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। সুতরাং আপিল বিভাগে সিপি দায়ের করে মামলাটি নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নাম ঃ	**গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয়কর নির্ধারণ করায় আয়কর কম ধার্য ১০৭,৩৯,১৪,৮৯৫/- টাকা ।**
া ঃ	কর কমিশনার, বৃহৎ করদতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয়কর নির্ধারণ করায় আয়কর বাবদ ১০৭,৩৯,১৪,৮৯৫/- (একশত সাত কোটি উনচল্লিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার আটশত পঁচানব্বই) টাকা কম ধার্য হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "৩" তে প্রদত্ত।]
মের কারণ	▪ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক বাড়ী ভাড়া এবং নেটওয়ার্ক অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যাস এক্সপেন্স হেডে রেন্ট (Rent), যাহা বেস স্টেশন ভাড়া হিসেবে খরচ দাবী করা হয়েছে। উক্ত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৩এ/রুল-১৭বি এবং ৫৩এ ধারা অনুযায়ী যে কোন অংকের বাড়ী ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে জুলাই'২০১২ হতে ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য, কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উৎসে কর কম কর্তন এবং কর্তন না করায় দাবীকৃত খরচ আনুপাতিক হারে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য। ▪ Technical Know How ফিস বাবদ অর্থ পরিশোধের উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫২এ(২) ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর কম কর্তন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ ১২/১০/২০১১ এবং সাধারণ আদেশ নং-০৭/মূসক/২০১২ তারিখ ০৭/০৬/২০১২ এর সেবা কোড এস-৩২.০০ অনুযায়ী উৎসে ভ্যাট কম কর্তন করা হয়েছে। ▪ সেলস্ এন্ড প্রমোশনাল এক্সপেন্স এবং কনসালটেন্সী এন্ড প্রফেশনাল ফিস বাবদ বিবেচ্য কর বর্ষে প্রভিশন বৃদ্ধি করে ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় প্রভিশন রাখা হয়েছে যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয় । ▪ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা এবং ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয়কর নির্ধারণ করায় আয়কর ১০৭,৩৯,১৪,৮৯৫/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।
ক্ষত প্রতিষ্ঠানের ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ-০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত আপত্তির বিরুদ্ধে করদাতা কোম্পানী মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট আবেদন করেছে।
া মন্তব্য ঃ	বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। রিট আবেদনের কারণে জারীকৃত স্থগিতাদেশ এর বিরুদ্ধে কর বিভাগের পক্ষ হতে আপীল বিভাগে সিপি (সিভিল পিটিশন) দায়ের করা প্রয়োজন ছিল, এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। সুতরাং আপিল বিভাগে সিপি দায়ের করে মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং- ৪।

শিরোনাম ঃ	ঢাকা ব্যাংক লিঃ এর কর নির্ধারণী আদেশে আয়ের যোগফল সঠিকভাবে হিসাব না করায় ব্য অন্যান্য সূত্র খাতে প্রদর্শিত মোট আয় কম দেখানোর ফলে আয়কর ও সরল সুদ কম ৫,৩১,৬০,০৭০/- টাকা।
বিবরণ ঃ	কর কমিশনার, বৃহৎ করদতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের অডিট ঢাকা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঢাকা ব্যাংক লিঃ এর কর নির্ধারণী আদেশে আয়ের যোগফল ভাবে হিসাব না করায় ব্যবসা ও অন্যান্য সূত্র খাতে প্রদর্শিত মোট আয় কম দেখানোর ফলে অ ও সরল সুদ বাবদ ৫,৩১,৬০,০৭০/- টাকা কম ধার্য হয়েছে। ঢাকা ব্যাংক লিঃ এর কর নি আদেশ (আই টি-৮৮) এ ব্যবসা হতে উদ্ভূত মোট আয়ের সাথে অগ্রাহ্যকৃত টাকা যোগকরে অনুমোদনযোগ্য খরচ বাদ দিয়ে প্রকৃত মোট ব্যবসা ও অন্যান্য সূত্রের আয় হতে ১০,৪২,৩৫,৪ টাকা যোগফলে কম প্রদর্শন করে। যোগফল সঠিকভাবে হিসাব না করায় ব্যবসা ও অন্যান্য সূত্র প্রদর্শিত মোট আয় ১০,৪২,৩৫,৪৩০/- টাকা কম দেখানোর ফলে আয়কর ও সরল সুদ ৫,৩১,৬০,০৭০/-(পাঁচ কোটি একত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার সত্তর) টাকা কম ধার্য করা হ [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- " ৪" তে প্রদত্ত।]
অনিয়মের কারণ ঃ	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণের সময় কর সেবা যোগফলে গ করায় আয়কর কম ধার্য করা হয়েছে।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ ত ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা মোতাবেক ১৭৩ ধারা অনুযায়ী সংশোধনের মাধ্যমে কর পরিগণনা সঠিকভাবে হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনু ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণা সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অ করা হলো।
নিরীক্ষার সুপারিশঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত আবশ্যক।

নুচ্ছেদ নং- ৫ ।

শিরোনাম ঃ ঢাকা ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত মুনাফা কর (প্রফিট ট্যাক্স) কম ধার্য ১০,২৯,৩৩,৪৯৯/- টাকা।

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঢাকা ব্যাংক লিঃ এর ২০১২-১৩ সনের করের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রিটার্নে প্রদর্শিত মুনাফা, ব্যালেন্স সীটে পরিশোধিত মূলধন (Paid up capital) ও স্ট্যাটিউটরি রিজার্ভের ৫০% এর অধিক হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স ১০,২৯,৩৩,৪৯৯/- (দশ কোটি উনত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার চারশত নিরানব্বই) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৬সি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নং বিআরপিডি (আর-১) ৭৬০/২০১১-১৩৪ তারিখঃ ০৭/০৩/২০১১ অনুযায়ী রিটার্নে প্রদর্শিত মুনাফা, ব্যালেন্স শীটে পরিশোধিত মূলধন (Paid up capital) ও স্ট্যাটিউটরি রিজার্ভের ৫০% এর যে পরিমাণ অতিরিক্ত হয়, তা অতিরিক্ত প্রফিট। এক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স বাবদ ১০,২৯,৩৩,৪৯৯/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "৫" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণঃ অতিরিক্ত প্রফিটের উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৬সি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর বৎসরে ধার্যকৃত করের বাহিরে ১৫% হারে অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স পরিশোধের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ-০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স ধার্য করায় স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত আপত্তির বিরুদ্ধে করদাতা কোম্পানী মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট আবেদন করেছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। রিট আবেদনের কারণে জারীকৃত স্থগিতাদেশ এর বিরুদ্ধে কর বিভাগের পক্ষ হতে আপীল বিভাগে সিপি (সিভিল পিটিশন) দায়ের করা প্রয়োজন ছিল, এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। সুতরাং আপিল বিভাগে সিপি দায়ের করে মামলাটি দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মামলার রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৬।

শিরোনাম ঃ **ট্রান্সকম বেভারেজ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান ২৪,৫৯,৮৫,৫১৬/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসা নিরীক্ষাকালে ট্রান্সকম বেভারেজ লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসা বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ ন করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২৪,৫৯,৮৫,৫১৬/- (চব্বিশ কোটি উনষাট লক্ষ পচাশি হাজার পাঁচশত ষোল) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "৬" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক লাভ-ক্ষতি হিসাবে বিক্রয় হতে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাদ দেয় হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি'১৯৯১ অনুযায়ী বিক্রয় পর্যায়ে বিক্রয় রেজিস্টারে (মূসক-১৭) শুধুমাত্র নীট বিক্রয় এন্ট্রি করা হয়। কারণ উক্ত মূল্যের সাথে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক যুক্ত থাকে না। তাছাড়া বিক্রয় থেকে প্রদেয় ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাদ দেয়ার বিষয়টি মূসক-১৯ দ্বারা সমর্থিত নয়। তাই ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাদ দিয়ে বিক্রয় কমানোর কারণে ১৯১,৫৩,১২,৩৫২/- টাকার উপর জি,পি রেশিও ২৭.৪৭% হিসাবে ৫২,৬১,৩৬,৩০৩/- টাকা নীট লাভ কম দেখানো হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী উক্ত বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়।
- ফাইন্যান্সিং এক্সপেন্সেস((Financing Expenses) হেডে ২০,৭৮,৩০,৯১০/- টাকা খরচ দাবী করা হয়েছে। ব্যালেন্সশীট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিজ ব্যবসায়িক কাজের জন্য সুদযুক্ত ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করে অব্যবসায়িকভাবে সুদবিহীন ঋণ ও অগ্রিম বাবদ ২,২৮,৭০,২৬৫/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। নিজস্ব ব্যবসায়ের জন্য উক্ত ঋণ ব্যবহার না করায় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪এর ধারা ২৯(১)(iii) এর শর্তানুযায়ী প্রদত্ত ঋণের সুদ খাতের খরচের আনুপাতিক হারে ৪৭,৯৯,৯৯৩/- টাকা মোট আয়ের সাথে যোগ করা হয়নি।
- ম্যানেজমেন্ট ফি বাবদ ১২,৫১,০৯,১৮২/- টাকা ব্যয় দাবী করা হয়েছে। উক্ত ব্যয়টি ট্রান্সকম লিঃ কর্তৃক রেভেনিউ শেয়ারিং হিসাবে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। যার উপর মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর বিধি ১৮(১)ঙ দফা (খ) অনুযায়ী উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য, কিন্তু কর্তন করা হয়নি ।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী দাবীকৃত ব্যয় অনুমোদনযোগ্য নয় অতএব আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯(১)(iii) ধারা অনুযায়ী সুদ খাতের খরচের আনুপাতিক হারে মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় এবং ৩০(এএ) ধারায় অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২৪,৫৯,৮৫,৫১৬/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, ৮৩(২) ধারায় অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে কর মামলা নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। ৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণের সময় অডিট আপত্তির বিষয়গুলোর মধ্যে পরিশিষ্ট- "৬" এর ক্রমিক 'খ' এবং 'গ' মোট আয়ের সাথে যোগ করা হলেও 'ক' অংশ মোট আয়ের সাথে যোগ করা হয়নি। 'ক' অংশ আয়ের সাথে যোগ না করার বিষয়ে মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি'১৯৯১ অনুযায়ী ভ্যাট রিটার্ন (মূসক-১৯) জবারের সাথে প্রেরণ না করায় যাচাই করা যায়নি বিধায় মোট আপত্তিকৃত করের টাকা আদায় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

নুচ্ছেদ নং- ৭।

শিরোনাম ঃ	**নেস্‌লে বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক প্রকৃত রাজস্বপ্রাপ্তি অপেক্ষা কম রাজস্বপ্রাপ্তি দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানো এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয়কর নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ২৬,৩৮,৪৫,৮৫২/- টাকা ।**
বিবরণঃ	কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে নেস্‌লে বাংলাদেশ লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয়কর নির্ধারণ করায় ২৬,৩৮,৪৫,৮৫২/- (ছাব্বিশ কোটি আটত্রিশ লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার আটশত বায়ান্ন) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "৭" তে প্রদত্ত।]
অনিয়মের কারণঃ	▪ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রির্টানের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদর্শিত বিক্রয় প্রাপ্তি অপেক্ষা মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিলকৃত ভ্যাট রিটার্নে (মূসক-১৯) নীট বিক্রয় বেশী দেখানো হয়। ফলে আয়কর রির্টানের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে বিক্রয় বাবদ ১৬,৩৫,৫৫,০৫৫/- টাকা কম প্রদর্শন করা হয়। কম প্রদর্শিত বিক্রয় এর উপর জি,পি রেশিও ৪১.৫৭% হিসাবে ৬,৭৯,৮৯,৮৩৬/- টাকা নীট লাভ কম দেখানো হয়েছে যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসাবে গণ্য করে মোট আয়ের সাথে যোগ করা হয়নি। ▪ সিস্টেম সাপোর্ট খরচ দাবী করা হয় যা কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শক সেবা হিসাবে বিবেচ্য । আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫২এ(২) ধারা অনুযায়ী উক্ত ব্যয়ের উপর উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ ১২/১০/২০১১ এবং সাধারণ আদেশ নং-০৭/মূসক/২০১২ তারিখ ০৭/০৬/২০১২ এর সেবা কোড এস-৩২.০০ অনুযায়ী উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য, কিন্তু কর্তনের সমর্থনে প্রমাণক পাওয়া যায়নি। ▪ Other product marketing & promotion expenses হেডে দাবীকৃত খরচ ৫১,২৫,১৪,৩৫০/- টাকা ডিসকাউন্ট ও রিবেট সংক্রান্ত ব্যয় হিসেবে প্রতিয়মান হয়। এক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৩ই ধারা অনুযায়ী উক্ত ব্যয়ের উপর উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য কিন্তু কর্তন করা হয়নি। ▪ নীট লাভ কম দেখানোর ফলে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী কম প্রদর্শিত বিক্রয় অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে গণ্য করে মোট আয়ের সাথে যোগ করণযোগ্য এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২৬,৩৮,৪৫,৮৫২/-টাকা কম ধার্য করা হয়েছে ।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত আপত্তির বিরুদ্ধে করদাতা কোম্পানী মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট আবেদন করেছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। রিট আবেদনের কারণে জারীকৃত স্থগিতাদেশ এর বিরুদ্ধে কর বিভাগের পক্ষ হতে আপীল বিভাগে সিপি (সিভিল পিটিশন) দায়ের করা প্রয়োজন ছিল, এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। সুতরাং আপিল বিভাগে সিপি দায়ের করে মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং- ৮।

শিরোনাম ঃ **আর,এ,কে সিরামিক (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃক অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান ১৬,৩৮,৮৬,১৬৩/-টাকা ।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসা নিরীক্ষাকালে আর,এ,কে সিরামিক (বাংলাদেশ) লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি ও বার্ষি নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত খর দাবী এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন ও সরকারি কোষাগারে জমা না করা সত্ত্বে অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাব ১৬,৩৮,৮৬,১৬৩/- (ষোল কোটি আটত্রিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশত তেষট্টি) টাকা কম প্রদান কর হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- "৮" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণঃ

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক Royalty & Technical know how (assistance fees বাবদ অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত খরচ দাবী করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এ ৩০(এইচ) ধারা অনুযায়ী প্রদর্শিত নীট প্রফিট এর ৮% অনুমোদনযোগ্য। অনুমোদন সীমা অতিরিক্ত দাবী মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- Performance rebates খরচটি কমিশন সংক্রান্ত ব্যয় বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এ ৫৩ই ধারায় উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য। কিন্তু উৎসে আয়কর কর্তন না করায় উক্ত খর অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- এম ডি'র রেমুনারেশন প্রভিশন (Remuneration Provision) করা হয় যা আয়ক অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকর যোগ্য।
- সিএসআর খরচ অর্থ মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস আর ও নং ২২ আইন/আয়কর/২০১১,তারিখ: ০৪/০৭/২০১১ অনুযায়ী লাভ-লোকসান হিসাবে দাবীকৃত খর অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।
- রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্স খরচের বিপরীতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫২ ধারায় উৎসে আয়ক কর্তনযোগ্য ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ ১২/১০/২০১ এর সেবা কোডে এস-০০৪.০০, এস-০৩১.০০ এবং এস-০৩৭.০০ মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান থাকা সত্ত্বেও কর্তন করা হয়নি। উৎসে কর ও ভ্যাট কর্তন না করা দাবীকৃত খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ করা হয়নি।
- অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী আয়ের সা যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১৬,৩৮,৮৬,১৬৩/- টাকা কম প্রদা করা হয়েছে ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, ৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডি আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষ পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক

দ নং- ৯।

াম ঃ **সানোফি-এভেন্টিস্ বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রদর্শন এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ১৫,৩০,৫৫,৪৮৬/- টাকা ।**

ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সানোফি-এভেন্টিস্ বাংলাদেশ লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১৫,৩০,৫৫,৪৮৬/- (পনের কোটি ত্রিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশত ছিয়াশি) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- "৯" তে প্রদত্ত।]

মর কারণঃ

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নীট বিক্রয় প্রাপ্তি দেখানো হয় ৩৩৪,০৬,৬২,৪০৯/- টাকা। অপরদিকে মূল্য সংযোজন কর আইন'১৯৯১ এর ভ্যাট রিটার্ন (মূসক-১৯) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরে মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিলকৃত ভ্যাট রিটার্নে নীট বিক্রয় দেখানো হয় ৩৬২,১৫,৪৯,৬০৭/-টাকা। ফলে মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিলকৃত ভ্যাট রিটার্নের অতিরিক্ত প্রদর্শিত নীট বিক্রয় এবং আয়কর রিটার্নের সাথে বার্ষিক প্রতিবেদন কম প্রদর্শিত বিক্রয়ের পরিমাণ ২৮,০৮,৮৭,১৯৮/- টাকা । যার উপর জি.পি রেশিও ৩৫.২৮% হিসাবে ৯,৯০,৯৭,০০৩/- টাকা নীট লাভ কম দেখানো হয়। যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগ করণ যোগ্য।
- স্থানীয় ভাবে কাঁচামাল ও প্যাকিং মেটারিয়াল ক্রয়ের বিপরীতে ২৭,৪৪,৬২,৯৯৭/- টাকা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৩,৩০,৯৮,০৪১/-টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৩০,৭৫,৬১,০৩৮/- টাকা খরচ দাবী হয়েছে । উক্ত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১, তারিখ ১২/১০/২০১১খ্রিঃ অনুযায়ী উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য, কিন্তু কর্তন করা হয়নি। কাজেই উক্ত খরচ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য।
- অতএব আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১৫,৩০,৫৫,৪৮৬/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে ।

ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯
নের জবাব ঃ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ১২০ ধারার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

া মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

ার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা

অনুচ্ছেদ নং- ১০।

শিরোনাম ঃ **স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ কর্তৃক ভ্যাটের বিপরীতে বিক্রয় কম প্রদর্শন ও হ্রাসকৃত হারে কর প্র সুযোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও রপ্তানী রেয়াত প্রদান এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যো করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ১৫,৩০,০৮,৬৮৭/- টাকা ।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষ স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিব রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভ্যাটের বিপরীতে বিক্রয় কম প্রদর্শন, হ্রাসকৃত হারে কর প্র সুযোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও রপ্তানী রেয়াত প্রদান এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ ক মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১৫,৩০,০৮,৬৮৭/- (পনের কোটি ত্রিশ লক্ষ আটহাজার সাতাশি) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- "১০" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণঃ

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক ভ্যাট রিকনসিলিয়েশনে স্যাম্পলের (Sample) বিপরীতে প্রযোজ্য তুলনায় অতিরিক্ত দাবী করা হয়। ফলে দাবীকৃত অতিরিক্ত ভ্যাটের ভিত্তিতে বিক্রয় ৪,১৭,৮৬,৪২৯/- টাকা কম প্রদর্শন করা হয়েছে। যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসাবে গণ্য করে মোট আয়ের সাথে যোগ করা হয়নি।
- অর্থ আইন ২০১৩ এর তফসিল-২ প্রথম অংশ অনুচ্ছেদ-খ অনুযায়ী ২০% এর অধিক র প্রদান করায় হ্রাসকৃত হারে কর প্রদানের সুযোগ প্রদান করা সত্ত্বেও আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ তফসিল পার্ট-এ এর অনুচ্ছেদ ২৮ অনুযায়ী রপ্তানী রেয়াত প্রদান করা হয়েছে। আয়কর অ ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিল পার্ট-এ এর অনুচ্ছেদ ২৮ অনুযায়ী কোন করদাতা কোম্পানী কর্তৃ অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রদানের সুযোগ ভোগ করা হয় তবে সেক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক রেয়াত প্রাপ্য নয়।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট ২৬ মার্কেটিং এন্ড প্রমোশনাল সেলিং হেডে ৫২,১৭,৩১,৭৬৭/- লিটারেচার, শো-কার্ড, স্টিকার পোষ্টার, প্রেসক্রিপশন প্যাড, লিফলেট এবং বিজ্ঞাপন খরচ উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা উৎসে আয়কর এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ ১২/১০/২০১১ সেবা কোড এস- ০৩৭.০০ মোতাবেক হারে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য ২,০৮,৬৯,২৭০/- টাকা। কর্তন করা হয়েছে ৪৩,৪৪,৮৫০/ কম কর্তন ১,৬৫,২৪,৪২০/- টাকা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কম কর্তন করায় আনুপাতিক দাবীকৃত খরচের ৪১,৩১,১০,৫০০/- টাকা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অ অননুমোদনযোগ্য বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগ করণ যোগ্য ।
- মার্কেটিং এন্ড প্রমোশনাল সেলিং হেডে দাবীকৃত খরচ এবং রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্স খরচের আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর কম কর্তন এবং জাতীয় বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ ১২/১০/২০১১ এর সেবা কোড এস- ০৩ মোতাবেক উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান থাকা সত্ত্বেও কম কর্তন করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট কম কর্তন করায় দাবীকৃত খরচের আনুপাতিক হারে জড়িত টাকা মোট আয়ের সাথে যো হয়নি।
- অতএব স্যাম্পল খাতের ভ্যাটের বিপরীতে কম প্রদর্শিত বিক্রয়, হ্রাসকৃত হারে কর প্রদান করা রপ্তানী রেয়াত প্রদান, অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) এ প্রদর্শিত বিক্রয় ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ আয়কর বাবদ ১৫,৩০,০৮,৬৮৭/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং- ০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নি মোতাবেক ১২০ ধারার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অন ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষা পর্যা জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

দ নং- ১১।

ম ঃ লংকাবাংলা সিকিউরিটিস লিঃ কর্তৃক ব্রোকারেজ কমিশন হতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান ১২,৩৬,৬৫,১৪৬/- টাকা ।

কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে লংকাবাংলা সিকিউরিটিস লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, লংকাবাংলা সিকিউরিটিস লিঃ কর্তৃক ব্রোকারেজ কমিশন হতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১২,৩৬,৬৫,১৪৬/- (বার কোটি ছত্রিশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার একশত ছিচল্লিশ) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- "১১" তে প্রদত্ত।]

ঘর কারণঃ

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক Gratuity provision খাতে প্রকৃত খরচ অপেক্ষা প্রভিশন বৃদ্ধি করা হয় ১,৯০,০৫,৬৩০/- টাকা। অর্থাৎ ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য নয়।
- ব্রোকারেজ কমিশন হতে প্রাপ্ত টাকা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৮২সি (৪) ধারায় নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত আয় বাবদ ২৬,২৯,৩৬,৮১৮/-টাকা ৮২সি(৬) ধারায় মোট আয়ের সাথে যোগ করা হয়নি।
- অফিস রেন্ট বাবদ ২,১৪,৯৫,৮৩৬/- টাকা খরচ দাবী করা হয় । উক্ত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৩এ/রুল ১৭বি এবং ৫৩এ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য, কিন্তু কর্তন করা হয়নি।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত খরচ, ৮২সি(৬)ধারা অতিরিক্ত আয় এবং ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান করা হয়েছে।

ত প্রতিষ্ঠানের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত আপত্তির বিরুদ্ধে করদাতা কোম্পানী মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট আবেদন করেছে।

। মন্তব্য ঃ বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। রিট আবেদনের কারণে জারীকৃত স্থগিতাদেশ এর বিরুদ্ধে কর বিভাগের পক্ষ হতে আপীল বিভাগে সিপি (সিভিল পিটিশন) দায়ের করা প্রয়োজন ছিল, এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। সুতরাং আপিল বিভাগে সিপি দায়ের করে মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং- ১২।

শিরোনাম ঃ	**ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃক প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা বিক্রয় কম দেখি লাভ কম দেখানো এবং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না আয়কর কম প্রদান ১০,৬৪,৯৫,২৫৮/- টাকা ।**
বিবরণঃ	কর কমিশনার, বৃহৎ করদতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের নিরীক্ষাকালে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮ ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় এবং ৩০(এইচ) ধারায় অনুমোদন সীমার অ দাবীকৃত খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর ১০,৬৪,৯৫,২৫৮/- (দশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ পচানব্বই হাজার দুইশত আটান্ন) টাকা কম প্রদান হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- "১২" তে প্রদত্ত।]
অনিয়মের কারণঃ	▪ করদাতা আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন বিক্রয় প্রাপ্তি যা প্রদর্শন ব তার চেয়ে মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিলকৃত ভ্যাট রিটার্নে বিক্রয় (মূসক অব্যাহতি বিক্রয়সহ) বেশী প্রদর্শিত ছিল । অর্থাৎ মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিলকৃত ভ্যাট রি (মূসক-১৯) অতিরিক্ত প্রদর্শিত বিক্রয় এবং আয়কর রিটার্নের সাথে বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদর্শিত বিক্রয় ৩৫,৮৬,১০,৭৯৪/- টাকার উপর জি, পি (Gross Profit) রেশিও ৪১. হিসাবে ১৫,০৪,৩৭,২২৮/- টাকা নীট লাভ কম দেখানো হয় । যা আয়কর অধ্যাদেশ ১ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে গণ্য করে মোট আয়ের সাথে যোগ হয়নি। ▪ Royalty and technical Know-how fees বাবদ কম্পিউটেশন শীটে গ্র (Admissible) দাবীকৃত ব্যয় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এইচ) ধারায় প্রতিবেদনে প্রদর্শিত নীট মুনাফার ৮% পযর্ন্ত ব্যয় অনুমোদনযোগ্য। বার্ষিক প্রতিবেদনে প্র মুনাফার অতিরিক্ত দাবী ১১,৫৮,০০,৯১৭/- টাকা মোট আয়ের সাথে যোগ করা হয়নি। ▪ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় এবং ৩০(ধারায় অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান করা হয়েছে।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০- তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, ৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনিয়া যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনু ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণা সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নি পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
নিরীক্ষার সুপারিশঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত

অনুচ্ছেদ নং- ১৩।

শিরোনাম ঃ **মদিনা সিমেন্ট লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান ১০,৯৬,০৮,৫৭৩/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে মদিনা সিমেন্ট লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১০,৯৬,০৮,৫৭৩/-(দশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ আট হাজার পাঁচশত তিয়াত্তুর) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- "১৩" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদনে কাঁচামালের স্থানীয় ক্রয় বাবদ ১৭,৭৮,৫৮,৪০০/- টাকা এবং প্যাকিং মেটারিয়ালস ক্রয় বাবদ ১৩,০৭,৮৭,২৫১/- টাকা খরচ দাবী করা হয়েছে। উক্ত ব্যয়ের উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ অনুযায়ী উৎসে আয়কর এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১, তারিখ: ১২/১০/২০১১ এর সেবা কোড এস-০৩৭.০০ মোতাবেক প্রযোজ্য হারে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য, কিন্তু কর্তন করা হয়নি।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১০,৯৬,০৮,৫৭৩/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, ৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে অডিট আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনিয়া যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৪ ।

শিরোনাম ঃ **ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ৯,২২,২১,০৫৪/- টাকা ।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৯,২২,২১,০৫৪/- (নয় কোটি বাইশ লক্ষ একুশ হাজার চুয়ান্ন) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- "১৪ " তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণঃ

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক প্রফেশনাল ফিস বাবদ দাবীকৃত ব্যয়ের উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫২এ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর কম কর্তন করায় আনুপাতিক হারে ২,৪৮,৮৫,১২০/- টাকা মোট আয়ের সাথে যোগ করা হয়নি।
- কমিশন বাবদ ১,৬৯,৯০,২৬৫/- টাকা খরচ দাবী করা হয়েছে, যা কনসালটেন্সী খরচ হিসেবে দি ব্যাংক অব নোভা স্কোশিয়া, সিংগাপুর ও বিজি কম সিংগাপুর নামক বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত খরচের উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১, তারিখ ১২/১০/২০১১ এবং সাধারণ আদেশ নং-০৭/মূসক/২০১২, তারিখ ০৭/০৬/২০১২ সেবা কোড এস- ০৩২.০০ মোতাবেক প্রযোজ্য হারে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য, কিন্তু তা কর্তন করা হয়নি।
- আউটসোর্স এজেন্সী ফিস বাবদ দাবীকৃত খরচের উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১, তারিখ ১২/১০/২০১১ এবং সাধারণ আদেশ নং-০৭/মূসক/২০১২, তারিখ ০৭/০৬/২০১২ সেবা কোড এস-০৭২.০০ মোতাবেক প্রযোজ্য হারে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য, কিন্তু কর্তন করা হয়নি এবং কর্তনের বিষয়ে কর নির্ধারণী আদেশে কোন মন্তব্য রাখা হয়নি।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য করা হয়েছে ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.৪০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ১২০ ধারার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা

অনুচ্ছেদ নং- ১৫।

শিরোনাম ঃ **ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ৭,৯০,৪৮,৬০৩/- টাকা ।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এর ২০১২-১৩ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৭,৯০,৪৮,৬০৩/-(সাত কোটি নব্বই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত তিন) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- " ১৫" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণঃ

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক অস্থায়ী শ্রমিকদের (Casual Labour) বেতন বাবদ ১৮,৫৯,৯৬,৭১৪/- টাকা খরচ দাবী করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা অনুযায়ী উক্ত খরচের উপর উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১, তারিখ ১২/১০/২০১১ এবং সাধারণ আদেশ নং-০৭/মূসক/ ২০১২, তারিখ ০৭/০৬/২০১২ সেবা কোড এস-০৭২.০০ অনুযায়ী প্রযোজ্য হারে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য, কিন্তু তা কর্তন করা হয়নি। উৎসে কর ও ভ্যাট কর্তনের বিষয়ে উপ কর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণী আদেশে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ১২০ ধারার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ১৩।

শিরোনাম ঃ **পি এইচ পি নফ কন্টিনিউয়াস গ্যালভানাইজিং মিলস্ লিঃ এর গৃহীত ঋণের সুদ খাতের খরচের আনুপাতিক হারে অর্থ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ৩,০৩,১১,১৭৫/- টাকা।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা (চট্টগ্রাম শাখা) এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে পি এইচ পি নফ কন্টিনিউয়াস গ্যালভানাইজিং মিলস্ লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯(১)(iii) ধারার শর্তানুযায়ী গৃহীত ঋণের সুদ খাতের খরচের আনুপাতিক হারে অর্থ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩,০৩,১১,১৭৫/- (তিন কোটি তিন লক্ষ এগার হাজার একশত পচাত্তর) টাকা কম ধার্য। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- "১৬" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণঃ

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপেন্সেসেস হেডে সুদ বাবদ ৪৪,০৮,৪০,৮৬৮/- টাকা খরচ দাবী করা হয়েছে। ব্যালেন্সশীট পর্যালোচনা দেখা যায় যে, নিজস্ব ব্যবসায়িক কাজের জন্য সুদযুক্ত ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করে অব্যবসায়িক ভাবে সুদবিহীন ঋণ বাবদ ৩৩,৮২,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। যা নিজস্ব ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহার না করায় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯(১)(iii) ধারার শর্তানুযায়ী প্রদত্ত ঋণের সুদ খাতের খরচের আনুপাতিক হারে ৮,০৮,২৯,৮০০/-টাকা মোট আয়ের সাথে যোগ করা হয়নি।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯(১)(iii) ধারার শর্তানুযায়ী প্রদত্ত ঋণের সুদ খাতের খরচের আনুপাতিক হারে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩,০৩,১১,১৭৫/-টাকা কম ধার্য হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

ঃদ নং- ১৭।

াম ঃ	**আমেরিকান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী, বাংলাদেশ এর অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ২,১১,৬৯,৪৫৭/-টাকা।**
ঃ	কর কমিশনার, বৃহৎ করদতা ইউনিট (LTU)কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে আমেরিকান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী, বাংলাদেশ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২,১১,৬৯,৪৫৭/- (দুই কোটি এগার লক্ষ উনসত্তর হাজার চারশত সাতান্ন) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- " ১৭ তে প্রদত্ত।]
়ের কারণঃ	Allowance and Commission Head এ Prize and Award বাবদ ৪,৯৮,১০,৪৮৮/- টাকা খরচ দাবী করা হয়, এক্ষেত্রে প্রাইজ এন্ড এওয়ার্ডস যা ব্যবসায়িক খরচ নয়। ফলে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী উক্ত বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য করা হয়েছে ।
়ত প্রতিষ্ঠানের ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ১২০ ধারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
া মন্তব্য ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
ার সুপারিশঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৮।

শিরোনাম ঃ	**নোভার্টিজ বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রদর্শন এবং অননুমোদন খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ১,৫৮,৮৫,৯২৮/- টাকা ।**
বিবরণ ঃ	কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের নিরীক্ষাকালে নোভার্টিজ (বাংলাদেশ) লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যে করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১,৫৮,৮৫,৯২৮/- (এক কোটি আটান্ন লক্ষ হাজার নয়শত আটাশ) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- তে প্রদত্ত।]
অনিয়মের কারণ ঃ	▪ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক প্রভিশন ফর সেলস্ বোনাস বাবদ ১,৬১,২৯,৪৭৮/- টাকা ভবি পরিশোধের আশায় প্রভিশন করা হয়। যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০ (জে) ঘোষিত মুনাফার ১০% সেলস ইনসেনটিভ বোনাস হিসাবে প্রাপ্য। এক্ষেত্রে করদাতা কো কর্তৃক ব্যবসা ক্ষতি প্রদর্শন করে আয়কর রিটার্ন দাখিল করায় উক্ত প্রভিশন বি অনুমোদনযোগ্য নয়। ▪ স্থায়ী সম্পদের সিডিউলে ভেহিক্যাল ক্রয় বাবদ নতুন সংযোজন দেখানো হ ৬,৩২,৭০,৩০২/- টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১৯(২৭) ধারা অনুযায়ী পেইড ক্যাপিটাল এর ১০% এর বেশী সংযোজন করা হলেও উহার ৫০% অর্থ মোট আয়ের যোগ করা হয়নি। ▪ সেলিং এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন হেডে প্রমোশনাল ও মার্কেটিং খরচ দাবী করা হ ১৪,৩৮,০৩,১৩৬/- টাকা এবং ডিষ্ট্রিবিউটার চার্জ বাবদ ১০,৯৫,২৪,৫৮৭/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। উক্ত ব্যয়ের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ এবং ৫৩ই ধারায় অ উৎসে আয়কর এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১, ১২/১০/২০১১ সেবা কোড এস- ০৩৭.০০ মোতাবেক প্রযোজ্য হারে উৎসে কর্তনযোগ্য, কিন্তু কর্তন করা হয়নি। ▪ ব্যালেন্স শীটে Liability for Expenses খাতে Provision of Expenses ৩৫,৬০,১০,০১১/- টাকা প্রভিশন রাখা হলেও উহার সমর্থনে সুনির্দিষ্টভাবে খরচের খাত করা হয়নি। ভবিষ্যতে ব্যয়ের আশায় প্রভিশন করা হয়। যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এ ধারা অনুযায়ী উক্ত বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। ▪ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় এবং ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অননুমোদন খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান হয়েছে।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০- তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, ৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণকালে আপত্তির বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনিয়া যথাশীঘ্র কর মামলা নিষ্পন্ন করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনু ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণা সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নি পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত

ৃদ নং- ১৯।

াম ঃ **মুন্নু সিরামিক ইন্ডাঃ লিঃ কর্তৃক রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে গৃহীত শুল্ক প্রত্যার্পণ প্রাপ্তি হিসাবে প্রদর্শন না করায় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর কম ধার্য ৬৪,৯১,৭৪৭/- টাকা ।**

ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে মুন্নু সিরামিক ইন্ডাঃ লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রপ্তানীকৃত পণ্যের বিপরীতে গৃহীত ডিউটি ড্র-ব্যাক বাবদ প্রাপ্ত টাকা দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন ও বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদর্শন না করে এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয়কর নির্ধারণ করায় আয়কর বাবদ ৬৪,৯১,৭৪৭/- (চৌষট্টি লক্ষ একানব্বই হাজার সাতশত সাতচল্লিশ) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- " ১৯" তে প্রদত্ত ।]

মের কারণঃ

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক রপ্তানীকৃত পণ্যের বিপরীতে ১,৫৪,৯২,৬৪৮/- টাকা শুল্ক প্রত্যার্পণ (ডিউটি ড্র-ব্যাক) গৃহীত হয়েছে। অথচ শুল্ক প্রত্যার্পণ বাবদ প্রাপ্ত টাকা দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন ও বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদর্শন করা হয়নি। অপ্রদর্শিত প্রাপ্ত টাকা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৮(১)(সি) ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়িক আয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগ করা হয়নি।
- দাবীকৃত গ্যাস বিল খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ বিধি ১৬ অনুযায়ী উৎসে আয়কর কম কর্তন করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কম কর্তন করায় আনুপাতিক হারে দাবীকৃত খরচ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য নয়।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৮(১)(সি) ধারা অনুযায়ী শুল্ক প্রত্যার্পণ বাবদ অপ্রদর্শিত প্রাপ্ত টাকা ব্যবসায়িক আয় হিসাবে আয়ের সাথে যোগ না করায় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য করা হয়েছে।

ৃত প্রতিষ্ঠানের ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত আপত্তির বিরুদ্ধে করদাতা কোম্পানী মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট আবেদন করেছে।

া মন্তব্য ঃ বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। রিট আবেদনের কারণে জারীকৃত স্থগিতাদেশ এর বিরুদ্ধে কর বিভাগের পক্ষ হতে আপীল বিভাগে সিপি (সিভিল পিটিশন) দায়ের করা প্রয়োজন ছিল, এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। সুতরাং আপিল বিভাগে সিপি দায়ের করে মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ার সুপারিশঃ মামলার রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২০।

শিরোনাম ঃ	**ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এর অগ্রিম কর কম প্রদান করায় সরল সুদ কম ৫৬,৩৫,৯৯৫/- টাকা ।**
বিবরণঃ	কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের নিরীক্ষাকালে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এর ২০১২-১৩ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরী হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কর নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত ক বিপরীতে অগ্রিম কম প্রদান করায় সরল সুদ বাবদ ৫৬,৩৫,৯৯৫/- (ছাপান্ন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হ নয়শত পচানব্বই) টাকা ধার্য করা হয়নি। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- " ২০ প্রদত্ত।]
অনিয়মের কারণঃ	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৭৩ ধারা অনুযায়ী অগ্রিম কর ও উৎসে কর কর্তনসহ অগ্রিম করের সমষ্টি নিয়মিত কর নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত করের ৭৫% এর কম হলে সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট করের উপর ১০% হারে সরল সুদ আরোপযোগ্য। কিন্তু তা না করে সরল সুদ ৫৬,৩৫,৯৯৫/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০- তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ১২০ ধারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনু ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণা সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নি পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২১।

শিরোনাম ঃ	**প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ এর অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ৩৩,৩৭,৮৬৪/- টাকা ।**
বিবরণঃ	কর কমিশনার, বৃহৎ করদতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ এর ২০১২-১৩ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আপ্যায়ন বাবদ অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩৩,৩৭,৮৬৪/- (তেত্রিশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার আটশত চৌষট্টি) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আপ্যায়ন খরচ দাবী করা হয়েছে ১,০৬,৬৩,৪৪১/- টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এফ)(i) এবং বিধি ৬৫ অনুযায়ী নিরূপিত মোট আয়ের উপর আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ অনুমোদনযোগ্য ৩২,৪৫,৯৬৫/- টাকা । কিন্তু অনুমোদন করা হয়েছে ১,০৬,৬৩,৪৪১/- টাকা। ফলে আপ্যায়ন ব্যয় অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ৭৪,১৭,৪৭৬/- টাকা অনুমোদনযোগ্য নয়। অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- "২১ " তে প্রদত্ত।]
অনিয়মের কারণঃ	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এফ)(i) এবং বিধি ৬৫ অনুযায়ী আপ্যায়ন খরচ অনুমোদন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ১৭৩ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
নিরীক্ষার সুপারিশঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২২।

শিরোনাম ঃ **কর নির্ধারণকালে র‍্যাংগস লিঃ এর অগ্রাহ্যকৃত টাকা আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ৩২,৯৬,৫৪৩/-টাকা ।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয় , ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে র‍্যাংগস লিঃ এর ২০১২-১৩ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উপ কর কমিশনার কর্তৃক অগ্রাহ্যকৃত টাকা আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩২,৯৬,৫৪৩/- (বত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশত তেতাল্লিশ) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।

করদাতা কোম্পানী কর্তৃক সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন খাতে সেলিং ও মার্কেটিং বাবদ ৮৭,৯০,৭৮৩/- টাকা ব্যয় দাবী করা হয়েছে। কর নির্ধারণী আদেশে (আইটি-৮৮) দাবীকৃত উক্ত ব্যয়ের বিপরীতে উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তনের কোন তথ্য প্রমাণ না পাওয়ায় উপ কর কমিশনার কর্তৃক সম্পূর্ণ ব্যয় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অগ্রাহ্য করা হলেও উক্ত টাকা মোট আয়ের সাথে যোগ করা হয়নি। ফলে অগ্রাহ্যকৃত (Disallowed) টাকা আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩২,৯৬,৫৪৩/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- " ২২" তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪এর ৮৩(২) ধারায় করারেদশ অগ্রাহ্যকৃত টাকা মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ১৭৩ ধারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

নুচ্ছেদ নং- ২৩।

ীরোনাম ঃ	**স্কয়ার টেক্সটাইলস লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ২৯,২৩,৬৫৬/- টাকা ।**
বিবরণঃ	কর কমিশনার, বৃহৎ করদতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে স্কয়ার টেক্সটাইলস লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২৯,২৩,৬৫৬/- (উনত্রিশ লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত ছাপান্ন) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। করদাতা কোম্পানী কর্তৃক ফ্যাক্টরী ওভার হেডে গ্যাস বিল বাবদ ব্যয় দাবী করা হয়েছে ৯,৭৪,৫৫,২১৮/- টাকা। উক্ত ব্যয়ের উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ বিধি ১৬ অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য ৪৮,৭২,৭৬১/- টাকা। কর নির্ধারণী আদেশে দেখা যায় কর্তন করা হয়েছে ৩৮,৯৮,২০৯/- টাকা। ফলে উৎসে আয়কর বাবদ কম কর্তন করা হয়েছে ৯,৭৪,৫৫২/- টাকা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কম কর্তন করায় দাবীকৃত খরচের আনুপাতিক হারে (৯,৭৪,৫৫২×১০০÷৫)=১,৯৪,৯১,০৪০/- টাকা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য নয়। অতএব, অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- " ২৩" তে প্রদত্ত।]
নিয়মের কারণ ঃ	উৎসে কর কম কর্তনের কারণে আনুপাতিক হারে খরচ অগ্রাহ্য (Disallowed)করে মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় রাজস্ব ক্ষতি।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ১২০ ধারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২৪।

শিরোনাম ঃ **পি এইচ পি কোল্ড রোলিং মিলস লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য ২৯,৬১,৫৮৭/-টাকা ।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা (চট্টগ্রাম শাখা) এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে পি এইচ পি কোল্ড রোলিং মিলস লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২৯,৬১,৫৮৭/- (উনত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশত সাতাশি) টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।

করদাতা কোম্পানী কর্তৃক বার্ষিক (Annual) রিপোর্টে লাভ-ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শিত বিক্রয় ৬০৬,৭২,৬০,৩১২/-টাকা হতে ভ্যাট বাবদ ১০,৪৪,৫৮,০০৭/- টাকা বাদ দেয়া হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি ১৯৯১ অনুযায়ী বিক্রয় পর্যায়ে বিক্রয় রেজিষ্টারে (মূসক-১৭) শুধুমাত্র নীট বিক্রয় এন্ট্রি করা হয় অর্থাৎ বিক্রয় মূল্যের সাথে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকে না। তাছাড়া বিক্রয় থেকে প্রদেয় ভ্যাট বাদ দেয়ার বিষয়টি মূসক-১৯ দ্বারা সমর্থিত নয়। তাই ভ্যাট বাদ দিয়ে বিক্রয় কমানোর কারণে ১০,৪৪,৫৮,০০৭/- টাকার উপর Gross Profit (জি,পি) রেশিও ৭.৪৬ % হিসাবে ৭৭,৯২,৫৬৭/- টাকা নীট লাভ কম দেখানো হয়েছে। কাজেই আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী উক্ত বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় উক্ত খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২৯,৬১,৫৮৭/-টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- "২৪ " তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ নীট বিক্রয় হতে প্রদেয় মূসক বাদ দেয়ায় নীট লাভ কম প্রদর্শণের কারণে রাজস্ব ক্ষতি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২৫।

শিরোনাম ঃ **সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ এর অগ্রিম কর কম প্রদান করায় সরল সুদ কম ধার্য ১৩,৫৬,৫৩৬/- টাকা।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ এর ২০১৩-১৪ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কর নির্ধারণের মাধমে নিরূপিত আয়ের বিপরীতে অগ্রিম আয়কর কম প্রদান করায় সরল সুদ বাবদ ১৩,৫৬,৫৩৬/- (তের লক্ষ ছাপান্ন হাজার পাঁচশত ছত্রিশ) টাকা ধার্য করা হয়নি।

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৭৩ ধারা অনুযায়ী অগ্রিম কর প্রদানে ঘাটতি থাকলে উৎসে কর কর্তনসহ অগ্রিম প্রদেয় করের সমষ্টি নিয়মিত কর নির্ধারণের মাধমে নিরূপিত করের ৭৫% এর কম হয়, সেক্ষেত্রে প্রদেয় অবশিষ্ট করের অতিরিক্ত পরিশোধিত পরিমাণ কর এবং নিরূপিত করের ৭৫% এ দুয়ের মধ্যে পার্থ্যকের উপর ১০% হারে করদাতা কর্তৃক সরল সুদ প্রদান করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুযায়ী সরল সুদ বাবদ ১৩,৫৬,৫৩৬/-টাকা ধার্য করা হয়নি। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট- "২৫ " তে প্রদত্ত।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৭৩ ধারা অনুযায়ী অগ্রিম কর ও উৎসে কর কর্তনসহ অগ্রিম প্রদেয় করের সমষ্টি নিয়মিত কর নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত করের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ এর কম হলে সেক্ষেত্রে প্রদেয় অবশিষ্ট করের উপর ১০% হারে সরল সুদ আরোপযোগ্য।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৩৯৯ তারিখ- ০১/০৩/২০১৬ইং এর জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক সঠিকভাবে সরল সুদ পরিগণনা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে ১৯/১০/২০১৫ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ১৮/০১/২০১৬ তারিখ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১/০১/২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। রিট আবেদনের কারণে জারীকৃত স্থগিতাদেশ এর বিরুদ্ধে কর বিভাগের পক্ষ হতে আপীল বিভাগে সিপি (সিভিল পিটিশন) দায়ের করা প্রয়োজন ছিল, এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। সুতরাং আপিল বিভাগে সিপি দায়ের করে মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ মামলার রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
মোঃ গোলাম মোস্তফা
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।